দৈনিক সংবাদ

তারিখ 07 JUL 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

# বুয়েটে ছাত্র হত্যা ও উচ্ছৃঙ্খলতার আবহসঙ্গীত

অনিরুদ্ধ

গত ৩রা জুন সকাল আনুমানিক ৯টা ৪০ মিনিটে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) আহসান উল্লাহ হলের ছাত্র আহম্মেদ উল্লাহকে তিনজন সন্ত্রাসী গুলি করে হত্যা করে। আহম্মেদ উল্লাহ ছিল পুরকৌশল বিভাগের ৪র্থ বর্ষের ছাত্র। সে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক ছিল। তিনজন সঙ্গীসহ মোঃ আহমেদ উল্লাহ ক্যান্টিনে চা-নাস্তা খায়। তারপর তাদের নিয়ে বের হয়। টিচার্স কোয়ার্টারের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় সঙ্গীদের মধ্যে একজন পিস্তল বের করে এবং তাকে গুলি করে। গার্ড দৌড়ে গেলে অস্ত্রধারীরা ককটেল ফাটিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বকশীবাজার সংলগ্ন গেট দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যায়।

তার রাজনৈতিক ছাত্র বন্ধুরা বলেছে, তার হত্যাকান্ড সম্ভবত অরাজনৈতিক। রুমমেটকে আহম্মেদ উল্লাহ বলেছিল যে, জরুরী কাজে সে বাইরে যাচ্ছে, বারোটা সাড়ে বারোটার দিকে ফিরে আসবে। ক্যান্টিনে যে বয় তাকে নাস্তা দিয়েছিল সে জানায় যে আহম্মেদ উল্লাহ ও তার সঙ্গী তিনজনকে সে নাস্তা দিয়েছিল।

পরবর্তী সময়ে জানা গেছে যে, মুন্সিগঞ্জে তার গ্রামের বাড়িতে (টঙ্গিবাড়ি থানার মূলচর গ্রাম) একটি জমি ক্রয়ের ব্যাপারে অপর একজন ক্রেতার সঙ্গে তাদের বিরোধ দেখা দেয়। অসমর্থিত সূত্রে জানা যায় যে, আহম্মেদ উল্লাহ তার বাবাকে বলেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ হলে পড়েই উক্ত জমি ক্রয়ের ব্যাপারটা সম্পন্ন করা হবে। ইতোমধ্যে সে সাভারে একটি প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত ছিল। উক্ত জমি ক্রয়ে ইচ্ছুক অপর পক্ষ তাদের চাপ দেয় যে, যেন তারা ওই জমি ক্রয় না করে। বিক্রেতা পূর্বেই আহম্মেদ উল্লাহর বাবাকে ছেলের অনুরোধে কথা দিয়েছিল যে জমিটি তাদের কাছেই বিক্রি করবে, অন্য কারুর নিকট নয়।

সন্ত্রাসীরা তাকে পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক হত্যা করেছে ওই জমি ক্রয় সংক্রান্ত বিরোধের জন্য, না অন্য কোন উদ্দেশ্য এই হত্যার পিছনে কাজ করেছে, তা স্পষ্ট নয়।

বুয়েটের ক্যাম্পাসে ছাত্র হত্যার পর যা সাধারণত অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঘটে থাকে ধারাপাত অনুযায়ী একে একে তাই ঘটলো। ছাত্রদের শোক ও বিক্ষোভ মিছিল যুগপৎ, শিক্ষকদের বিরুদ্ধে শ্লোগান অথবা গালাগালি, গাড়ি ভাঙচুর, জানালা দরজা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তির ক্ষতিসাধন, পুলিশের আগমন, টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ, দু'জন ছাত্র গ্রেফতার, মর্গ থেকে লাশ নিয়ে মিছিল এবং অনির্দিষ্টকালের জন্য বুয়েট বন্ধ ও পরীক্ষা স্থগিত রাখা, ছাত্রছাত্রীদের হল ত্যাগের নির্দেশ ইত্যাদি। অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসের সঙ্গে কিছুটা মিল থাকলেও এবং পরবর্তী ঘটনাস্রোত একই খাতে প্রবাহিত হলেও এই ঘটনাবলীর চরিত্র আলাদা। তাই এই লেখা।

নতুবা উদ্বেগ প্রকাশ, ছাত্র-রাজনীতি নিয়ে নানারূপ মন্তব্য এবং প্রথাসিদ্ধভাবে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সরকারের ব্যর্থতার সমালোচনা করে দায় উদ্ধার করা যেতো। না, এক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়।

ছাত্র আহম্মেদ উল্লাহ হত্যা কোন ছাত্র রাজনীতিতে বিরোধের পরিণতি নয়। তাকে বহিরাগত সন্ত্রাসীরা হত্যা করেছে যাদের মধ্যে একজন তার পূর্ব-পরিচিত। নতুবা ক্যান্টিনে তাদের নিয়ে নাস্তা করার প্রশ্ন উঠে না।

অথচ, তার হত্যার খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শোকের ছায়ার পাশাপাশি ছাত্রদের মিছিল হঠাৎ করেই জঙ্গী রূপ ধারণ করে আহসান উল্লাহ ক্যান্টিনের দরোজা জানালা ভাঙচুর করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'টি মাইক্রোবাস লক্ষ্য করে কিছু ছাত্র ইটপাটকেল ছোড়ে। উপস্থিত শিক্ষকগণ তাদের থামাতে ব্যর্থ হন। তারা এশিয়ান হাইওয়ের দিকে যায় এবং রাস্তায় চলাচলকারী গাড়িগুলোকে হুমকি দেয়। আহম্মেদ উল্লাহ হত্যার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন মেডিক্যাল অফিসার তার লাশ মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যায়। ছাত্রদের জঙ্গী মিছিল দেখে নিরাপত্তা প্রহরীরা গেট বন্ধ করে দেয়। এতে মিছিলকারী ছাত্ররা ক্ষেপে যায়। তারা এবং পরবর্তীকালে বুয়েটের সাধারণ ছাত্ররা মনে করে যে, গেট বন্ধ করে দেওয়া ঠিক হয়নি। ছাত্রদের আচরণ থেকে মনে হয়েছে, শিক্ষকরা এই মর্মান্তিক হত্যাকান্ডের জন্য দায়ী। তারা শিক্ষকদের বিরুদ্ধে শ্লোগান দেয় এবং তাদের দিকেও ইটপাটকেল ছোড়ে। একজন সতীর্থের হত্যাকান্ডে ছাত্রদের ক্ষোভ প্রকাশের এই রীতির জন্য কার নিন্দা করবো, কাকে দায়ী করবো? রাজপথে যখন কোন রাজনৈতিক দলের বিক্ষোভ মিছিল জঙ্গীরূপ ধরে, তখনও গাড়ি ভাঙচুর হয়, ক্ষেপে গিয়ে সুযোগ পেলে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়, ইটপাটকেল নিক্ষেপ করা হয়। কখনো পুলিশের বাধার মুখে ক্ষিপ্ত হয়ে মিছিলকারীরা এসব করে, কখনো কোনরূপ বাধা পাওয়ার আগেই এসব বিপ্লবী কাজকর্মের প্রকাশ ঘটে।

মিছিল, আন্দোলন, বিক্ষোভ প্রকাশ গণতান্ত্রিক অধিকার। গাড়ি ভাঙা কোন্ গণতান্ত্রিক অধিকারের মধ্যে পড়ে? রাজপথের যানবাহন তো তাদের প্রতিপক্ষ নয়। তারপরও এসব ঘটেছে। আবার উল্টোটাও দেখা যায়, শান্তিপূর্ণ মিছিলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে, টিয়ার গ্যাস ছুড়ে, তাদের ক্ষেপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। অর্থাৎ একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করা। তা না হলে সরকারের অস্তিত্ব নিয়ে যদি কেউ সন্দেহ প্রকাশ করে, তাই পুলিশ অতিরিক্ত তৎপর হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে জঙ্গী মিছিলের ব্যাপারে বেশ সহনশীলতা দেখায় পুলিশ। তাদের প্রকাশ্যে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আস্ফালন করতে দেখলেও চুপ করে থাকে। ভাঙচুর, ইটপাটকেল নিক্ষেপ সাঙ্গ হলে তারা এগিয়ে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বুয়েটে ভাঙচুর, শিক্ষকদের প্রতি অসম্মানজনক উক্তির বিরুদ্ধে সাধারণ ছাত্রদের মনে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছে জানি না। পুলিশ দু'জন ছাত্রকে জঙ্গী মিছিল থেকে গ্রেফতার করলে মিছিলকারী ছাত্ররা আরো উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠে।

বুয়েট কর্তৃপক্ষকে তারা চাপ দেয়, গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের মুক্ত করে আনার জন্য। এর আগে মর্গ থেকে নিহত ছাত্রের লাশ আনতে বুয়েটের কিছু শিক্ষক যারা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে যান, মিছিলের একাংশ থেকে চিৎকার করে তাদের মর্গ ছেড়ে চলে যেতে বলে। মর্গ থেকে লাশ প্রাপ্তির রসিদে আহসান উল্লাহ হলের প্রভোস্ট সই করেন। এরপর মারমুখী একদল ছাত্র শিক্ষকদের মর্গ থেকে চলে যেতে বাধ্য করে। না, পত্রপত্রিকায় এ রিপোর্ট আসেনি। তাহলে বুয়েটের সাধারণ ছাত্ররা বুঝতে পারতো, অনির্দিষ্টকালের জন্য বুয়েট বন্ধ তথা পরীক্ষা স্থগিতের পিছনে ছাত্রদের কোন অংশের কোনরূপ ভূমিকা ছিল কি, ছিল না। তারা নিহত ছাত্রকে নিয়ে তাদের অভিসন্ধি পূরণ করার জন্যই অহেতুক উচ্ছৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং নিহত আহম্মেদ উল্লাহ সম্পর্কে শিক্ষকরা উদাসীন ছিলেন, এ ধরনের একটা ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা চালায়। অনেকের ধারণা গেট বন্ধ রাখার কারণেই ছাত্ররা অধিকতর উত্তেজিত হয়েছিল। তারা এটা খেয়াল করেননি যে, বকশীবাজারের দিকে গেট বন্ধ রাখার উদ্দেশ্য ছিল জঙ্গী মিছিল যেন আবাসিক এলাকা দিয়ে ক্যাম্পাসে প্রবেশ না করে। কারণ এর আগেই কিছু উচ্ছৃঙ্খল ছাত্র মিছিলের মধ্যে থেকে গেটের পাশে গার্ড হাউজের কাঁচ ও লাইট এবং সংলগ্ন অডিটরিয়ামের কাঁচ ভাঙচুর করে। শিক্ষকদেরও গালাগালি করেছিল। তারা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে যাওয়ার পথে ছাত্র কল্যাণ পরিচালকের অফিসের জানালার কাঁচ ভাঙে। এমতাবস্থায় একজন পুলিশ অফিসার শিক্ষকগণকে জানান যে, তিনি লাশবাহী মিছিলকে এশিয়ান হাইওয়ে ধরে ক্যাম্পাসে আসার জন্য গতিপথ পরিবর্তনের চেষ্টা করবেন। পুলিশই পরামর্শ দিয়েছিল, বকশীবাজারের দিকের গেটটি যেন বন্ধ রাখা হয়। ছাত্ররা উক্ত গেট বন্ধ দেখে গেট ভেঙ্গে ভিতরে ঢোকে। শিক্ষকদের বাসভবনে, গার্ড পোস্টগুলোতে ও ভাইস চ্যান্সেলারের বাসভবনে ইটপাটকেল ছুড়ে। এখানে মনে রাখা দরকার ভাইস চ্যান্সেলর সাহেব অসুস্থ। ছাত্রনেতাদের সঙ্গে আলোচনা, নিহতের লাশ গ্রামে পাঠানোর ব্যবস্থা ইত্যাদি অন্যান্য শিক্ষক কর্মকর্তা করেন। যা হোক, গেট ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করে শুধু ইটপাটকেল ছুড়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেনি, তারা একজন প্রফেসরের গাড়ির উইন্ডোস্ক্রীন ভাঙে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কর্মকর্তাকে মারধর করে। এর সপক্ষে ছাত্ররা কি যুক্তি দেবে? এসময় পুলিশ টিয়ার গ্যাস ছুড়ে এবং দু'জন ছাত্রকে গ্রেফতার করে। এ পর্যায়ে ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খল অংশ ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য ও অপর কিছু শিক্ষককে দেখে আরও ক্ষিপ্ত হয় এবং তারা গ্রেফতারকৃত দু'জন ছাত্রের মুক্তির দাবি করে। ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য আটক ছাত্রদের মুক্ত করার ব্যবস্থা করবেন বলেন এবং ছাত্রদের হলে ফিরে যেতে নির্দেশ দেন।

সন্ধ্যার সময় শিক্ষকদের নিয়ে অসুস্থ উপাচার্য প্রফেসর মোহাম্মদ শাহজাহান আলোচনা করেন। তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে যোগাযোগ করে গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের মুক্তি দেয়ার জন্য অনুরোধ জানান। পরদিন তাদের ছেড়ে দেয়া হবে এটা ছাত্রদেরও একসময় জানিয়ে দেয়া হয়। ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের সঙ্গে রাত দশটায় একদল ছাত্রনেতা দেখা করলে তিনিও একথা তাদের জানান এবং শান্ত থাকতে বলেন। ছাত্ররা পরদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করবে একথা বলে চলে যায়।

এখানেই তো ঘটনার অবসান হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা হয়নি। তারপর যা ঘটলো তাতে বোঝা যায় যে, পরীক্ষা পিছানোর জন্য ছাত্রদের একটা অংশ সুযোগ খুঁজছে। রাত ১১টায় পুনরায় ছাত্রদের মিছিল বের হয়। ওই সময় তারা তিন ঘন্টাব্যাপী তান্ডব ও ভাঙচুর চালায়, শিক্ষকদের বাসভবনে ইটপাটকেল ছোড়ে এবং কোথাও কোথাও অগ্নিসংযোগ করে।

বুয়েট অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণার পর নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন ছাত্র চিঠি দিয়ে মন্তব্য করেছে যে, বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে পরিণত হয়েছে। শিক্ষকরা কি হলের ছাত্রদের ওপর কোন অত্যাচার করে কিংবা কি ধরনের ব্যবহার করে, তার কোন তথ্য ছাড়াই এ ধরনের মন্তব্য ও বিশেষণ প্রয়োগ এখন রাজনীতির প্রচলিত ব্যাপার, ছাত্ররাও তা থেকে মুক্ত নয়, অবশ্যই একশ্রেণীর ছাত্র এবং সংখ্যায় তারা মুষ্টিমেয় তবু এরাই পারে সব কিছু ভন্ডুল করে দিতে। তারপর সাধারণ ছাত্ররা যখন অসহায় অবস্থায় পড়ে তারা অভিসম্পাত দেয় শিক্ষকদের।

বুয়েটেও এবার তাই ঘটল। আগে কোনদিন ঘটেনি এ রকম, এই ক্যাম্পাসে একজন ছাত্র নিহত হল। আর তা বহিরাগত সন্ত্রাসীরা করেছে। কিছু ছাত্ররা তার সুযোগ নেয়ার চেষ্টা করে সফল হল। কারণ, এরকম অবস্থায় পরদিন অনির্দিষ্টকালের জন্য বুয়েট বন্ধ ঘোষণা এবং ছাত্রছাত্রীদের হল ত্যাগের নির্দেশ সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ক্ষুব্ধ করে। আকস্মিক হল ত্যাগের নির্দেশ কার্যত অমানবিক। কিন্তু বিকল্প ব্যবস্থার কথা কেউ বলে না। ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খলতার নিন্দা কেউ করে না, সব দায় চাপিয়ে দেয়া হয় শিক্ষকদের উপর। দু'জন ছাত্রের মুক্তির ব্যাপারটা স্থির হয়ে গেল। ছাত্ররা পরদিন পর্যন্ত অপেক্ষার প্রতিশ্রুতি দিল। তার একঘন্টা পরই রাত ১১টায় ক্যাম্পাস ও শিক্ষকদের বাসভবনে হামলা। যদি কর্তৃপক্ষ পুলিশ ডাকেন, তবে 'অগ্নিতে ঘৃতাহুতি' পড়বে। আরও জোরে জ্বলে উঠবে আগুন। সাধারণ ছাত্ররা এর মধ্যে নেই কিন্তু তা বন্ধ করার শক্তিও নেই। সদিচ্ছা তো অন্তর্যামী। তাতে কাজ হয় না। ফলে যা হবার তা হল, পরীক্ষা স্থগিত রাখা হল। পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা ছিল ১১ই জুন। এখন জানা গেল বুয়েট খুলবে ১১ই জুলাই। পরীক্ষা শুরু হবে ২৩শে জুলাই।

অথচ, মাঝখান দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের দুর্ভোগ পোহাতে হলো হল ত্যাগ করে। এজন্য দায়ী কি শিক্ষকরা? না, কিছু উচ্ছৃঙ্খল ছাত্র। কেউ কেউ এমন মন্তব্য করেছেন, মোঃ আহম্মেদ উল্লাহর হত্যাকান্ড মুষ্টিমেয় কিছু ছাত্রের অভিলাষ পূর্ণ করেছে। অযাচিতভাবে তাদের সামনে সুযোগ এনে দিয়েছে পরীক্ষা পিছানোর মত পরিস্থিতি সৃষ্টি করার। জানি না, এ দ্বারা তারা কতখানি লাভবান হলো, বুয়েটে যারা পড়তে আসে, তারা সবাই মেধাবী। পরীক্ষা পিছানোর মনোবৃত্তি তারা পোষণ করে না। তবুও কেন কয়েকজন সে ধরনের পথে পা বাড়ালো। অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দলীয় রাজনীতির প্রক্সি দেয় ছাত্র-রাজনীতি। এখানে কার্যত তা অনুপস্থিত। সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের স্থানীয় নেতারা প্রথমেই এই সন্দেহ পোষণ করেছে যে, এই হত্যাকান্ড অরাজনৈতিক। আর ভাড়াটে সন্ত্রাসীদের হাতে আহম্মেদ উল্লাহ খুন হওয়ার ঘটনায় যে কোন ছাত্র জড়িত ছিল না। এই হত্যাকান্ড থেকে নিবৃত্ত রাখার মতো কোন পন্থা শিক্ষকদের হাতে ছিল না তবুও কিছু ছাত্র শিক্ষকদের ওপর রোষ প্রকাশ করেছে, তাদের বিরুদ্ধে গিয়েছে। এক কথায় স্বার্থ উদ্ধারের রাজনীতির আশ্রয় নিয়েছে।

আহম্মেদ উল্লাহর লাশ নিয়ে যে উত্তেজনা ও অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, তা মর্গ থেকে লাশ গ্রহণের সময় শিক্ষকদের সহযোগিতা অস্বীকার করারই পরিণতি। ক্যাম্পাসে অশান্তি সৃষ্টি সম্ভব হতো না যদি তখন শিক্ষকদের উপস্থিত থাকতে দেয়া হতো। সাধারণ মানুষ তা জানে না। তারা মনে করেছে শিক্ষকরা এ ব্যাপারে উদাসীন। এভাবে এক পরিকল্পিত পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছে শিক্ষকদের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করিয়ে।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সুনাম এভাবে যারা অহেতুক কলঙ্কিত করেছে, তারা কি নিজেদের ভুল বুঝতে পারবে? তারা কোন মহলের অন্ধ ক্রীড়নক হিসেবে এ কাজ করেছে তা নিশ্চিত করে কেউ বলতে পারে না। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অবাঞ্ছিত ঘটনা যা একজন ছাত্র হত্যাকে কেন্দ্র করে উদ্ভব হয়েছে, তা নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করতে যেয়ে কেউ কেউ ফটক বন্ধ রাখার ব্যাপারে শিক্ষকদের দায়ী করতে চান। তারা কেন বকশীবাজারের দিকের ফটক বন্ধের জন্য পুলিশের পরামর্শ শুনেছেন, তার কি কোন ভিত্তি ছিল না। কেন মর্গ থেকে লাশ গ্রহণের সময় শিক্ষকদের একশ্রেণীর ছাত্ররা চলে যেতে বলে এবং শেষ পর্যন্ত বাধ্য করে। তখন তো কোন ফটক বন্ধ ছিল না। ক্যাম্পাসে কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে নিরাপত্তা রক্ষীরা যদি নিরাপত্তামূলক কোন ব্যবস্থা নেয়, তা কি তাদের অপরাধ। আহম্মেদ উল্লাহকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে, তা ব্যর্থ করার কোন উপায় কি নিরাপত্তা প্রহরীদের ছিল?

আমরা প্রকৌশল বিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিকট এ কথাই বলতে পারি, তাদের কিছু সহপাঠী যে কোন কারণে হোক একটি শোকের ঘটনাকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করেছে। কিছু ছাত্রের অসহিষ্ণু আচরণ তথা উচ্ছৃঙ্খলতার পিছনে কোন্ অশুভ শক্তি ইন্ধন যুগিয়েছে, তা স্পষ্ট নয়। তবে এটা পরিষ্কার যে, কিছু ছাত্র গায়ে পড়ে সেদিন শিক্ষকদের সঙ্গে অসদাচরণ করেছে। ধৃত দু'জন ছাত্রকে পরদিন মুক্তি দেয়া হয়েছে। আর মুক্তিপ্রাপ্ত ছাত্রদের ব্যাপারে তারপর কেউ মাথা ঘামায়নি। এই মুক্তি প্রমাণ করে না তারা নিরপরাধ বরং প্রমাণ করে ডেমোক্র্যাসি নয়, মবোক্র্যাসিকেই আমরা মনে মনে উস্কে দেই আর তাকে গণতন্ত্রের পোশাকে মন্ডিত করার ট্রাজেডির শিকার বুয়েটের শিক্ষকরা এবং অধিকাংশ ছাত্র।

সন্ত্রাসীদের গুলিতে বুয়েট ক্যাম্পাসে একজন ছাত্রের হত্যাকান্ডকে কেন্দ্র করে যা ঘটেছে, তার বিচার বিশ্লেষণ না করে উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য শিক্ষকদের দায়ী করা এবং উচ্ছৃঙ্খল আচরণকে পাশ কাটিয়ে অনির্দিষ্টকাল বুয়েট বন্ধ ঘোষণা ও হল ত্যাগের বিষয়টিকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখার প্রবণতা কার্যত এদেশের অসুস্থ রাজনীতির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। লক্ষ্য করার বিষয়—এক শ্রেণীর ছাত্রের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ সম্পর্কে রাজনৈতিক দল, সব ব্যাপারে উৎকণ্ঠিত বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ, ছাত্রসংগঠনসমূহ নীরব।

কেউ তলিয়ে দেখার চেষ্টা করেননি – এ ধরনের মর্মান্তিক ঘটনায় প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে ছাত্রদের জঙ্গী মিছিল; তথাকথিত উগ্র শ্লোগান, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের পিছনে কি উদ্দেশ্য কাজ করেছে।

বুয়েটে সেশন জট দূর করতে শিক্ষকগণ প্রশংসনীয় অবদান রেখেছেন। একটি হত্যাকান্ডকে কেন্দ্র করে শোক প্রকাশের এই রীতির কিংবা সহপাঠীর লাশ নিয়ে উন্মত্ততা প্রকাশ করেই এই হত্যার কিনারা করা সম্ভব নয়। হত্যাকান্ডের তদন্ত চাই বলে শিক্ষকদের প্রতিপক্ষ দাঁড় করানোর মত মানসিকতার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোই যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের লক্ষণ একথা কেউ সাহস করে বলছেন না। শিক্ষকদের ওপর হামলার কোন নিন্দা কোন মহল থেকে করা হয়নি। এরূপ পরিস্থিতিতে শিক্ষকদের কি করা উচিত, তা না বলে কিংবা তাদের পাশে না দাঁড়িয়ে বুয়েট বন্ধ এবং পরীক্ষা স্থগিতের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ তো উচ্ছৃঙ্খলতাকেই উৎসাহিত করে। এক্ষেত্রে সরকারের ব্যর্থতার যদি দোহাই দেয়া হয়, তাহলেও ক্যাম্পাসে হামলা, ভাঙচুর ও শিক্ষকদের লাঞ্ছনার পক্ষে যুক্তি কি? এসব জিজ্ঞাসার কোন জবাব দেয়ার প্রয়োজন কেউ কখনও অনুভব করেন না। অথচ ছাত্রদের দলীয় রাজনীতিতে ব্যবহারে সবাই সমানভাবে উৎসাহী। আমার মনে হয় আহমের্দ উল্লাহ হত্যার তদন্তের পাশাপাশি ক্যাম্পাসে এই উচ্ছৃঙ্খলতা এবং যার পরিণতিতে পরীক্ষা প্রায় দেড় মাস পিছিয়ে গেল, এজন্য দায়ী করা তারও একটা পর্যালোচনা প্রয়োজন। প্রথম কাজটি প্রশাসনের, আর দ্বিতীয়টির দায় রাজনৈতিক দলগুলোর। তারা কি এই দায় বহনের জন্য এগিয়ে আসবেন? শুধু উৎকণ্ঠা প্রকাশ ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে গতানুগতিক নিন্দাবাক্য এবং শপথের চারুপাঠ কাম্য নয়।